15 JAN 2017

প্রাথমিক বিদ্যালয়
বিপজ্জনক অবহেলা

প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির উচ্চহার ও প্রতি বছর সময়মতো সব শিশুর হাতে বিনামূল্যে বই দেওয়া নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি শক্তির দিক। বহিরঙ্গে এই পরিমাণগত সাফল্যের একটু আড়ালেই পরতে পরতে অনেক অন্ধকার জমে আছে, যা আমাদের শিক্ষাপ্রয়াসকে আকাঙ্ক্ষিতরূপ সার্থক হতে দিচ্ছে না। এর একটি দিক হচ্ছে শিক্ষার গুণগত মানে দুর্বলতা। অন্য দিক হচ্ছে সংবিধানে উল্লেখিত 'একরূপ, গণমুখী ও সর্বজনীন' শিক্ষার পরিবর্তে বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, এবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রভৃতি হরেক রকম প্রাথমিক শিক্ষা এবং শহরে-গ্রামে, জৌলুস ও বেতনে উৎকট বৈষম্য। সংবিধানের লক্ষ্য অর্জন অনেক বড় চ্যালেঞ্জ সন্দেহ নেই। কিন্তু গুরুত্বসহকারে প্রচেষ্টা ছাড়া লক্ষ্য কোনোদিনই অর্জিত হবে না এবং বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থাও অবক্ষয়ের দিকে যাবে। যা আছে, যা নিয়ে গর্বও করি, তারও ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার। বর্তমানে সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল পরিকাঠামো হলেও সেখানেই অবহেলা বেশি। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর চিত্র সংবাদমাধ্যমেও কম আসে। সমকালে গতকাল প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে, সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার ১২৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৭টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। এক বছরের বেশি, এমনকি সাত বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই এমন একাধিক স্কুল আছে। সহকারী শিক্ষকেরও ৫৮টি পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষকই যেখানে ৫-৭ জন, সেখানে এ অবস্থায় একটি স্কুলের প্রশাসন ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চালানো কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। সন্দেহ নেই যে, তাড়াশ উপজেলার ঘটনাটি সারাদেশের পরিস্থিতিরই নমুনা। নতুন সরকারি হওয়া স্কুলগুলোতে শিক্ষকের অভাব দীর্ঘদিন থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নিয়োগ হওয়ার কারণে প্রক্রিয়াটি জটিল বা দীর্ঘ। আবার স্থানীয় পর্যায়ে পরিচালনা কমিটির হাতে নিয়োগ ছেড়ে দিলে স্বজনপ্রীতি ও নিম্নমানের নিয়োগের আশঙ্কার কথা অনেকে বলেন। আমরা যাব কোথায়? অবশ্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদ শূন্য না রাখার বিষয়ে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।